খানবাহাদুর আহছানউল্লা (রঃ):
নারী শিক্ষা ও সমাজ সংসারে নারীদের ভূমিকা

ফেরদৌসী আখতার
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, বিসিটিআইপি প্রকল্প
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

ভূমিকা:

পবিত্র কোরআন শরীফের সুরা হুজুরাত এ বলা হয়েছে "হে মানব জাতি আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও; সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেজগার।" (সূরা # ৪৯; আয়াত # ১৩)।

'ইসলামের মহতী শিক্ষা' গ্রন্থে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) বলেছেন, 'মানুষকে মহত্বের শীর্ষস্থানে পৌঁছাইতে বিশ্বনবীর আগমন হইয়াছিল। যিনি নিজে লিখিতে পড়িতে অক্ষম ছিলেন, তিনি সারা বিশ্বে ঘোষণা করিলেন যে, মানবের উন্নতি নির্ভর করে শিক্ষা, দীক্ষা ও জ্ঞানর্চ্চার উপর। আঁ হজরত জ্ঞান বিস্তারের আবশ্যকতা বজ্র নির্ঘোষে জারী করেন। আঁ হজরত প্রত্যেক নর-নারীর জ্ঞানলাভ করা ধর্মের আদেশ বলিয়া নির্দেষ করিয়াছিলেন।' (**ইসলামের মহতী শিক্ষা**, পৃষ্ঠা: ৩৮)।

হজরত খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) লিখেছেন, 'কোরআন নারী-পুরুষের সমঅধিকার বজ্র নির্ঘোষে প্রচার করিয়াছে। স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, দুর-নিকট আত্মীয়ের দায়ভাগ অতি সুন্দররূপে নির্ধারিত করিয়াছে। ইহা জটিল বিবাহ সমস্যার সমাধান করিয়া সংসার ক্ষেত্রের অনাচার, দূর্নীতি হ্রাস করিয়াছে। ইহা স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পার্থিব জীবন সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।' (বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী, পৃষ্ঠা: ৩৭)।

শিশুর শিক্ষায় পরিবার ও সমাজের ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'জন্মের পর একজন মানব শিশুকে কাঙ্খিত সমাজের উপযুক্ত হয়ে গড়ে ওঠার জন্য শরীর, মন ও আত্মা এই ত্রিবিধ শক্তির সম্যক বিকাশের জন্য যথাযথ শিক্ষার প্রয়োজন। আর সেই শিক্ষার জন্য শিক্ষাস্থল হবে মূলত গৃহ, বিদ্যালয় ও ধর্মশালা। এ প্রসঙ্গে হজরত খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) লিখেছেন, গৃহ হল শিক্ষার ভিত্তিস্থান। গৃহ শিক্ষার উপর চরিত্র গঠন অনেকাংশে নির্ভর করে। মাতাপিতার প্রভাবে পুত্র কন্যার চরিত্র যেরূপ গঠিত হয়, অপরের প্রভাবে তদ্রূপ হয় না।

শিশুর শিক্ষায় নারী অর্থাৎ মায়ের ভূমিকা প্রসঙ্গে হজরত খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) বলেন, 'সন্তানাদির উপর মাতার প্রভাব পিতা অপেক্ষা বেশি। তাই সুমাতা হলে সংসারের শান্তি সংরক্ষিত হয়। মাতাকে কর্তব্য পরায়ণ হইতে হইলে সুশিক্ষার আবশ্যক।' (আমার জীবনধারা, পৃষ্ঠা: ১৩-১৪)।

আধ্যাত্মিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর তুলনা করতে যেয়ে হজরত খান বাহাদুর আহছানউল্লা (র.) এঁর উপলব্ধি হল পুরুষরা ইহজাগতিক বিষয়ে বেশি সময় ক্ষেপন করে, সংসারের স্বচ্ছলতার জন্য আয় উপার্জন করে, বাহিরে কর্মে নিয়োজিত থাকে। পুরুষেরা সাধারণত: মামলা মোকদ্দমায় জড়িত, ধনলিপ্সায় মত্ত, সাংসারিক মায়াজালে আবদ্ধ, তাহারা তরিকত পথে অপেক্ষাকৃত পশ্চাদপদ। তিনি আরো বলেছেন, 'অর্থকরী শিক্ষা মানুষের চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।' অর্থকরী শিক্ষা গ্রহণ এবং ভূমিকা পালন করে পুরুষগণ বনে যাচ্ছেন পরিবার ও সমাজের কর্তাব্যক্তি। এভাবেই সৃষ্টি হচ্ছে নারী-পুরুষের বৈষম্যমূলক সম্পর্ক। সেজন্য উনি পুরুষদিগে

আহবান জানিয়েছেন যদি তাহারা তরিকতের পথে অগ্রসর হয় তবে তাদের সহধর্মিনীরাও সেই পথ দ্রুত অনুসরণ করিবে।

কিন্তু যে সকল পুরুষ এই পথে অগ্রসর হইয়াছেন এবং অলৌকিক তথ্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা স্বতঃই তাঁহাদের সহধর্মিনীকে তাঁহাদের শান্তির অংশীভূত করিতে উদগ্রীব হন। অল্পায়াসে স্বীয় চরিত্র বলে মহিলা, পুরুষকে অতিক্রম করিতে পারে এবং অযাচিত শান্তির অধিকারিনী হইতে পারে। মোট কথা খোদার উপর অটল বিশ্বাস স্থাপন করিলে পুরুষই হোক, আর মহিলাই হোক, নানা প্রকারে ঐশ আলামত দেখিতে পায়, তরিকতের সত্যতা উপলব্ধি করে। (আমার জীবন ধারা, পৃষ্ঠা: ১৭৫ - ১৭৭)।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) অনেক নারীকে শ্রদ্ধা, স্নেহ ও মমতা দিয়ে ইহলোক ও পরলোকের পথে চলার উপদেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আ. শ. ম. বাবর আলী সম্পাদিত 'খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর হস্তাক্ষর পত্র' এর মধ্যে 'কামরুন্নেছা' নামে একজন নারীকে লিখেছেন- 'মা! তুমি হবে মহিলাদের অগ্রণী। বেহেশত হবে তোমার পুরষ্কার। তোমার দৃষ্টান্ত দেখে মহিলা মহল গর্বিত হউক ইহাই বাঞ্ছনীয়। মা! সংসার করো। কিন্তু উহার মধ্যে তোমাকে সন্যাসিনী হইতে হইবে। আবেদা হইতে হবে। খোদা তোমার সহায় হউন। দিনে দিনে অগ্রসর হও, তরক্কী করো। দুনিয়াকে হেয় করো, জীবন সার্থক হউক।'

সংসারের কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব ও গৃহকর্ম প্রসঙ্গে হজরত খানবাহাদুর আহছানউল্লাহ (র.) আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহম্মদ (স.) এঁর উদাহরণ টেনেছেন এভাবে- "হযরত মোহাম্মদ (স.) এর সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে তিনি আল আমীন বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইলে তাঁর সচ্চরিত্রের কথা অবগত হইয়া বিবি খাদিজা (রা.) তাঁকে কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করেন। হজরত মোহাম্মদ (স.) অম্লান বদনে তাঁহার সমস্ত গৃহকর্ম সম্পাদন করিতেন ও বাণিজ্য ব্যবসায় সহায়তা করিতেন। হজরতের গুণে মুগ্ধ হইয়া তিনি অবশেষে হজরতকে বিবাহ করেন। (আমার জীবন ধারা, পৃষ্ঠা: ২৪)।

আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং সংসারের কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব ও গৃহকর্ম প্রসঙ্গে হজরত খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) এর উপলব্ধি সব সময়ের জন্য উপযোগী। তিনি সংসার ক্ষেত্রে পুরুষ ব্যক্তিটির সততার উপর তার সহধর্মিনীর সৎ মানসিকতা তৈরী হওয়ার বিষয়টিকে নির্দেশ করেছেন। পাশাপাশি তিনি সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন যা, একটি সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বের সাথে সাথে আমাদের দেশে মানুষের সততা, মূল্যবোধ, নীতি, আদর্শর যে অবক্ষয়, সর্বোপরি নারীর প্রতি পুরুষের এবং নারীর প্রতি নারীর নিজের মর্যাদা রক্ষার যে অবমাননা তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়ে মানুষ ছুটে চলেছে বিত্ত-বৈভবের পিছনে। পরিণামে সৃষ্টি হচ্ছে নারী আর পুরুষের মধ্যে বৈষম্য। তাঁর এই উপলব্ধি মিশনের সদস্যদের এবং সমাজের অন্যদের সঠিক পথের দিক নির্দেশনা হিসাবে ভূমিকা রাখবে। যার উৎকৃষ্ট একটি উদাহরন- মিশনের নৈতিক শিক্ষা উন্নয়নে 'সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন'।

নারীর শিক্ষা ও নারীর মর্যাদা সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী গ্রন্থে স্বামী-বিবেকানন্দের বাণী উদ্ধৃত করে তিনি লিখেন, 'মানুষের কল্যাণ স্ত্রী জাতির অভূদ্যয় না হইলে সম্ভবপর নয়। সেই জন্যই রামকৃষ্ণ অবতারের স্ত্রী গুরু গ্রহণ, সেই জন্যই নারীভাব সাধন, সেইজন্যই মাতৃভাব সাধন, সেইজন্যই মাতৃভাব প্রচার, সেই জন্যই আমার স্ত্রী মঠ স্থাপনের প্রথম উদ্যোগ।' একই গ্রন্থে তিনি হিন্দু পুনর্জাগরণের যে ১৮টি উপায় বলেছেন, তার মধ্যে একটি হলো 'স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী জাতিকে সম্মান'। (বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী)।

নারী জাতির শিক্ষা সম্পর্কে খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) উনার, 'মোছলেমের নিত্য জ্ঞাতব্য' গ্রন্থে বলেছেন:

- ‘খোদার অভিপ্রেত নহে যে, মানব জাতির অর্ধাংশ অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিয়া কেবল গার্হস্থ্য কার্যে নিয়োজিত থাকিবে। তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে, পুরুষের কার্যে সহায়তা করিতে হইবে, রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগদান করিতে হইবে, শাসন বিভাগে অংশী হইতে হইবে, দেশ রক্ষার জন্য সহায়তা করিতে হইবে।’

- ‘স্বাধীনতার অর্থ ইহা নহে যে, স্বামীর প্রভূত্বের বেড়ী অতিক্রম করিবে কিংবা নিজেকে পর পুরুষ দ্বারা প্রলুব্ধ হইবার সুযোগ দিবে।’

- পর্দার উদ্দেশ্য সতীত্ব রক্ষা। নারীর চরিত্র নির্ভর করে তাহার শিক্ষার উপর, স্বামীর নিয়ন্ত্রণের উপর, পারিপার্শ্বিকতার উপর। সারা দিবারাত্র কেবল কারাবদ্ধ থাকিলে তাহার মনোবৃত্তির প্রসার হয় না, কর্মশক্তি ও বিচারশক্তির উন্মেষ হয় না। আত্মার স্ফুরণ চাই, মহিলা সমাজের সংস্পর্শ চাই, প্রাকৃতিক রহস্যের **তফক্কোর** চাই।’ (মোছলেমের নিত্য জ্ঞাতব্য, পৃষ্ঠা: ২৪০, ২৪১ ও ২৪৩)।

নারী জাতির শিক্ষা সম্পর্কে খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) এর কোরআনের বানীর আলোকে প্রদত্ত বক্তব্য এবং উনার ‘মোছলেমের নিত্য জ্ঞাতব্য’ গ্রন্থের বক্তব্য থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মাণ হয় যে, নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই শিক্ষা অর্জন অত্যাবশ্যক। একমাত্র শিক্ষাই পারে মানুষের জানার জগৎকে প্রসারিত করতে। শিক্ষাই পারে ইহজাগতিক জীবনযাত্রাকে সুসম্পন্ন করে পরজগতের অনন্ত জীবনকে সুন্দর করতে। আর সমগ্র জীবনযাত্রায় যেহেতু নারী ও পুরুষ উভয়ের উপস্থিতি রয়েছে তাই, শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহন ব্যতীত কখনই সুন্দর সমাজ গঠন সম্ভব নয়। পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনের জন্য শিক্ষিত হতে হবে। তবে সেক্ষেত্রে নারীকে তার নিজের সম্মান, সম্ভ্রম মর্যাদা সমুন্নত রেখে এগিয়ে যেতে হবে। এই এগিয়ে যাওয়ার পথে **‘স্বাধীনতা’** বিষয়টি যেমন নারী দ্বারা অপব্যবহৃত হবে না, তেমনি পুরুষের দ্বারাও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে না। খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) এর নারী শিক্ষা সর্ম্পকে উপলব্ধির এই বিষয়টি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপরের বক্তব্য থেকে এটা সহজেই অনুমেয় যে, নারী কেবলমাত্র গৃহস্থালী কাজেই নিজেকে নিয়োজিত রাখবে না। তার কাজের ক্ষেত্র হবে অনেক প্রসারিত। তার কর্মশক্তি ও বিচার শক্তি বৃদ্ধির জন্য তাকে পর্দা পালন করে বাইরের জগতের সংস্পর্শে আসতে হবে। রাজনীতি, শাসন ও দেশরক্ষা এসব কাজে তাকে অংশগ্রহণ করতে হবে। কেবল ধর্মীয় আর নৈতিক শিক্ষাই নয় পাশাপাশি প্রচলিত অন্যান্য শিক্ষা ও রাজনীতিতে নারীর সমান অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্বের বিষয়ে হজরত খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) গুরুত্বারোপ করেন। উনি পর্দাপ্রথার মধ্যে থেকেও একজন নারী কিভাবে বাইরের জগতের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারে, সমাজ, রাজনীতি ও দেশের জন্য অবদান রাখতে পারে তার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন।

খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) এর সমসাময়িক দুজন নারী শিক্ষাবিদ ও নারীশিক্ষার অগ্রদূত নওয়াব ফয়জুননেসা চৌধূরাণী (১৮৩৪-১৯০৩) এবং বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২)। সাহিত্যিক, শিক্ষাব্রতী, সমাজ সংস্কারক এবং নারী জাগরণ ও নারী অধিকার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) এর নারীশিক্ষা বিস্তার, সমাজসেবার আদর্শ ও কর্মকুশলতা এবং সর্বোপরি তাঁর লেখনীর অনুরক্ত ছিলেন খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.)।

উর্ধতন শিক্ষা প্রশাসক হজরত খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) এর ঐকান্তিক চেষ্টায় মুসলমান সমাজে বিদূষী নারী বলে সমাদৃতা 'মিস ফজিলাতুন্নেছা' কে বিলাতে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রেরণের প্রথম সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন- "আমি ডিরেক্টর অফিসে থাকিতে প্রস্তাব হইয়াছিল একটি উপযুক্ত মুসলিম মহিলাকে বৃত্তি দিয়া বিলাতে ট্রেনিং এর জন্য পাঠাইতে এবং ট্রেনিং অন্তে 'ইন্সপেক্টর' বা সমতুল্য কোনো পদে নিয়োগ করিতে। ভবিষ্যত মুসলিম মহিলাদিগের উচ্চ শিক্ষার উন্নতিকল্পে এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল।" তাঁর প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য সতন্ত্র স্কুল কলেজ গড়ে ওঠে। তৎকালীন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি লিখেছেন, 'স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারের অধিকাংশ দান হিন্দু বালিকাদের জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে, কিন্তু বঙ্গদেশে মোছলমানদিগের জন্য এমন একটা বিদ্যালয় নাই যেখানে তাহারা তাহাদিগের কন্যাদিগকে শিক্ষার্থে পাঠাইতে পারে।'

হজরত খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) এর রচনাবলী বিশ্লেষণ করলে মুসলিম নারীদের গৌরবময় ইতিহাস, নারীর মর্যাদা সম্পর্কে কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যা এবং বঙ্গীয় মুসলিম নারীদের শিক্ষার জন্য গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই নারীর প্রতি তাঁর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে।

তিনি বঙ্গীয় মুসলিম নারীদের অবস্থা ও অবস্থান বিশ্লেষণ করে তাদের শিক্ষার প্রসারের জন্য কিছু বাস্তবমুখী উদ্যোগ ও কর্মকৌশল গ্রহণ করেছেন। ব্যক্তিগত সদিচ্ছা, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও সরকারী উচ্চাসনে অবস্থানের ফলে তাঁর পক্ষে এসব উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছিল। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে সতন্ত্র স্কুল-কলেজ গড়ে তুলেছেন। মুসলমান ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য তাঁর প্রচেষ্টায় বিশেষ স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের শিক্ষা ও শিল্পের বিস্তারের জন্য তিনি অনুকূল পরিবেশ ও সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করেন। শুধু স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠাই নয়, তিনি মুসলমান ছাত্রীদের বৃত্তির আনুপতিক সংখ্যাও নির্ধারন করেন।

মুসলিম নারীদের শিক্ষা ও প্রতিভা সম্পর্কে তাঁর 'ইসলামের দান: খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) রচনাবলী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ৯৫-৯৯ এ বলেছেন, 'মুসলিম মহিলাগণ কখনও জ্ঞানে ও পাণ্ডিত্যে পুরুষদিগের পশ্চাতে ছিলেন না। এমন কি বহুবিধ শাস্ত্রে তাঁহারা অধিকতর পারদর্শী ও অগ্রণী ছিলেন। কি অস্ত্রবিদ্যায়, কি রাজনীতি, কি রাজ্য শাসন সর্বত্রই তাঁহাদের প্রতিভা প্রকাশ লাভ করিয়াছিল। তুরস্ক মহিলাদিগকে পুরুষোচিত স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছে। এবং শাসন বিভাগে প্রবেশাধিকার দিয়াছে। প্রতি বছর বহু নারী ও পুরুষকে বৈদেশিক শিক্ষার জন্য দুরদেশে প্রেরণ করা হইয়া থাকে। তুরস্কের প্রভাব অন্যান্য রাষ্ট্রে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে।'

সুতরাং সব ধরণের শিক্ষাই যে নারীর প্রয়োজন এবং সব রকমের শিক্ষায় যে নারীর প্রবেশাধিকার রয়েছে তা তিনি তাঁর লেখনী ও কর্মের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন এবং সেদিকে গুরুত্ব দেয়ার জন্য সকলকে আহবান করেছেন। একটি শিশুর জন্ম থেকে শুরু করে তার লালন পালনের পাশাপাশি তার নৈতিক, আধ্যাত্মিক, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় যেমন নারীর ভূমিকা রয়েছে তেমনি রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক সর্বক্ষেত্রেই তার ভূমিকা ও অবদান রয়েছে। যা পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ।

রচনা: ফেরদৌসী আখতার
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, বিসিটিআইপি প্রকল্প।

সহযোগিতায়: বদরুন সেরিনা
সমন্বয়কারী, ফ্যামিলি লাইফ এডুকেশন, ইউনিক প্রকল্প।

তথ্যসূত্র:

১. আমার জীবন ধারা, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)।
২. বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)।
৩. মোছলেমের নিত্য জ্ঞাতব্য, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)।
৪. ইসলামের মহতী শিক্ষা, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)।
৫. ইছলামের দান (খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ রচনাবলী, ৩য় খণ্ড)।
৬. খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ও তাঁর কর্মসাধনা- ১, আ.শ.ম. বাবর আলী সম্পাদিত।
৭. খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ও তাঁর কর্মসাধনা- ২, আ.শ.ম. বাবর আলী সম্পাদিত।

* ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ৬০ বছর পূর্তিতে হীরক জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে গবেষণা প্রকল্পের আধীনে আহ্ছানিয়া ইন্সটিটিউট অব সূফীজমের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় সেমিনারে ৩১ মার্চ ২০১৮ রোজ শনিবার বিকেল ৩ ঘটিকায় (ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন হেল্‌থ সেক্টর, বাড়ী- ৫২/ক, রোড- ৬, পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড: শ্যামলী, ঢাকা- ১২০৭- এ) উপস্থাপিত।